ভিখিরি

ভণ্ডামিতে কাটছে আমার সমস্ত দিন
ভণ্ড আমার আকাশ, পাতাল, বাদ-প্রতিবাদ
কান্না-হাসি, শান্তিমিছিল, ঝগড়া-বিবাদ
ভণ্ড আমি সকাল-বিকেল, স্বপ্নে জাগায়
মাটির নিচে যখন শেকড়, কিংবা আগায়
ভণ্ডামিতে, ভণ্ডামিতেই কাটছে এ দিন
তাও ভিখিরি —
আরও অমোঘ ভণ্ডামি দিন

জুন

ভরা জুন মাস ঘোলা মেঘে কার স্মৃতি?
কার কান্নায় ভেসে গেছে সারা রাত!
বোবা ফুল চুপ, কথা বলে তার বৃতি।
ভরা জুন মাস ঘোলা মেঘে কার স্মৃতি?
ইতি টেনে ফের শুরু হয়, এই রীতি,
বন্ধ্যা বাতাসে কে যেন বাড়ায় হাত।
ভরা জুন মাস ঘোলা মেঘে কার স্মৃতি?
মেঘের মাংস মুখে নিয়ে হাসে চাঁদ।

কোকিল

রাত দুপুরে গভীর রাতে
কোন বনে বা কার বাগানে
ডাকছে কেন কোকিল জানে
কোকিল জানে

শাশ্বতী

শাশ্বতী তুমি সত্যি কি শাশ্বত?
শাশ্বতী তুমি দুরধিগম্য কথা;
শাশ্বতী তুমি দুরধিগম্য ক্ষত
দুরধিগম্য শব্দিত নীরবতা।

কাল সারারাত

কাল সারারাত চোখে ঘুম ছিল না

আমার মাথার চুলে থেকে থেকে বিলি কাটছিল বাতাস
পেছন থেকে জোছ্না এসে টিপে ধরছিল চোখের পাতা
ঘুম আসেনি

তোমার দেহের বিচ্ছুরিত আলোয় কাল
সমস্ত অন্ধকারেরা পালিয়েছিল দূরে
কাল সারারাত তোমার চুলের গন্ধ ঠোঁটে নিয়ে
বাতাস শিশুরা করেছে হুড়োহুড়ি,
তোমার অনাবৃত বাহুতে কাল শীতল জোছ্না এঁকেছে
চুম্বনের রেখা।

কিছুতেই ঘুম আসেনি চোখে।
তোমার বুকের কাছে হাত রেখে
সারারাত দেখেছি তোমায়
কোনো এক সম্মোহিত মাতালের মতো
কী রূপ তোমার!

সহসা বাতাস এলো।
দুকূলের ফাঁক দিয়ে উপচে উঠল তোমার বুকের রেখা
তোমার বুকের ত্বকে চমকে উঠল চকচকে ছোট্ট একটি তিল
ঠিক কালো জিরের মতো।

কী রূপ তোমার!

কাল সারারাত চোখে ঘুম ছিল না।

জন্মদিনের সনেট

কবি অর্ধেন্দু চক্রবর্তীকে

তোমার আবর্ত দেখি, তুমি এক আবর্তিত মেঘ,
কবিতার অবগ্রহে বৃষ্টির সংবাদ নিয়ে আস।
জ্ঞানের আকাশে কেউ জ্ঞানী নয়, জ্ঞানের প্রয়াসী,
জ্ঞানের তৃষ্ণায় তুমি আবর্তিত কবিতার পাখি।
তুমি তো বৃক্ষও বটে, তোমার ছায়ায় বসে কতো
নতুন পাখিরা এসে গান ধরে, বাসর সাজায়।
তোমাকে তোলপাড় করে জন্ম নেয় কবিতার দিন,
তোমার ভেতরে কাঁদে কবিতার দারুণ আকাশ।
আমি এক কবি তাই তোমাকে সুজন বলে মানি,
তোমার আকাশে খুঁজি সীমাহীন অফুরান ঠাঁই।
যদিও অর্ধেন্দু তুমি, তোমার আকাশে এতো আলো —
এমন সুন্দর দিনে তোমাকে পূর্ণেন্দু বলে মানি।

রোবটরুক্ষ দিন, ঝড়ে ধীর কবিতার জল,
কবিতার বুদ্ধ তুমি, কবিতার বোধিদ্রুমতল।

মফস্বলে সকাল

মাথায় টুপি
বুলবুলিটা
ল্যাজের দোলায়
দুলিয়ে গেল
মন;

ঠিক তখনই
ফিসফিসিয়ে
বাতাস কাকে
করল টেলি-
ফোন।

বৃন্ত ছেড়ে
এক খানি ফুল
চুমায় চুমায়
ভরিয়ে দিল
ভুঁই;

রাত্রে আবার
গন্ধ ঢালা
নির্জনেতে
ভাবছে বসে
জুঁই।

দূর আকাশে
মাঠের শেষে
পায়চারি দেয়
চলতি মেঘের
দল;

সবুজ মাঠে
সকাল নামে
ঠিক যেন কাচ
একটি দিঘির
জল।

বৃষ্টি

এক বৃষ্টি ধুইয়ে দিল দুঃখ আমার

এক বৃষ্টি জন্ম দিল ডাগর ভারি

আর এক বৃষ্টি নদীর মতো এগিয়ে দেবে
এখন আমি যেমন খুশি বাঁচতে পারি
বৃষ্টি, আমি তোমায় নিয়েই বাঁচতে পারি

একেই জীবন বলে মানি

আসলে শুরুর কোনো শুরু নেই
সমাপ্তিরও নেই কোনো শেষ
মাঝে এক স্রোতবতী নদী
উজানী স্রোতের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে জীবন
একেই সত্য বলে মানি
কিছু কিছু প্রত্যাখান মহৎ মঙ্গল ডেকে আনে
সাগরের প্রত্যাখানে জল হয় মেঘ
আকাশের প্রত্যাখানে মেঘ ফের বৃষ্টি হয়ে নামে
জল হয় নদী
তোমার এ প্রত্যাখানে পুষ্ট হয় আমার বিকাশ
আমার অবৈধ প্রেম ক্রমশ প্রকাশ খুঁজে
হঠাৎ পবিত্র হয়ে ওঠে
একেই জীবন বলে মানি